[redacted]

[redacted]

শহীদুজ্জামান সেলিম, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম সহ রেলের কর্মকর্তা-কর্মচারি। প্রায় ৭৫ লাখ টাকা ব্যায়ে রেল এই উন্নয়ন কাজ করছে।

জনতার হাতে ধরা পড়লো ছাগল চোর

রবিবার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রাম থেকে অটোতে করে ছাগল চুরি করে নিয়ে পালানোর সময় ভাটপাড়া গ্রামের কয়েকজন যুবক মোটর বাইক নিয়ে তাড়া করলে আলী আজগর মেম্বারের বাড়ির পাশ থেকে অটোসহ ৩ জনকে আটক করে ভাটপাড়া প্রাইমারি স্কুলে আটকে রাখে স্থানীয় জনতা।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় মেহেরপুর সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামের রুবেল(২২),সবুজ(২২),রকি(২২) ছাগল চুরি করে পালালে আটক করে ভাটপাড়া গ্রামের কিছু যুবক।

উল্লেখ্য ৮ জুলাই কলাইডাঙ্গা গ্রামের শ্রাবনদের ৩টি ছাগল চুরি হয়, এছারাও বারাদী অঞ্চলের অনেক ছাগল চুরি হয়েছে।

জীবননগর সীমান্তে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়নের হলরুমে সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েনের সভাপতিত্বে

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সীমান্ত ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জীবননগর-দামুড়হুদা সার্কেল এ এস পি আবু রাসেল ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম,জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফেরদৌস ওয়াহিদ,সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম শুকুর প্রমুখ।

জীবননগরে মনোয়ারা সনো সেন্টারের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের গণপিটিশন

জীবননগরে জনবসতি এলাকায় মনোয়ারা সনো সেন্টার স্থাপন করে জনগনের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্ঠি ও পরিবেশ দূষিতকরণের বিরুদ্ধে স্থানীয়রা অভিযোগ তুলেছেন ।

ঘটনাটি জীবননগর পৌর সভার ৮নং ওর্য়াডের বসতি পাড়ায় ঘটেছে এ বিষয়ে স্থানীয়রা গণ স্বাক্ষর দিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে অনুলিপি প্রদান করেছেন ।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌েরর পরিবার ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ জুলিয়েট পারউইন এবং তার স্বামী ডাঃ রফিকুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় জীবননগর পৌর শহরের বসতিপাড়ায় মনোয়ারা সনো সেন্টার অ্যান্ড নার্সি হোম নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।কিন্তু ক্লিনিকে আগত লোকজনের গাড়ি পার্কিয়ের তেমন কোন ব্যবস্থা না করায় সেখানে রাস্তার উপর প্রতিনিয়ত যানজটের সৃষ্ঠি হচ্ছে ।

যার ফলে এলাকার সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে । শুধু তাই নয় ক্লিনিকের পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ক্লিনিক ভবনের পানি নিচে ফেলার কারণে পথচারিরা নানা ভাবে

ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।এ বিষয়গুলো ক্লিনিক মালিকদেরকে একাধীক বার বলা সত্বেও কোন প্রতিকার হয়নি ।

এ বিষয়ে ডাঃ রফিকুল ইসলামের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্ঠা করা হলে ফোনটি রিসিপ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মনোয়ারা সনো সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে স্থানীয়রা একটি অভিযোগ দিয়েছে তবে বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন বলেন মনোয়ারা সনো সেন্টারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে এ বিষয়ে এখনও কোন অভিযোগ পায়নি অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

জীবননগরে মসজিদ কমিটিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মহড়া

জীবননগরে মসজিদ কমিটি সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মহড়া পুলিশের বাধায় বন্ধ। অবশেষে ইউপি সদস্য আব্দুল মেম্বারসহ দুইজনের নামে জীবননগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনাটি জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের মেদিনীপুর গ্রামে ঘটেছে।

অভিযোগকারী মেদনীপুর গ্রামের মৃত আজিজুল তরফদারের ছেলে ওর্য়াড আওয়ামী লীগের সভাপতি কাওসার আলী অভিযোগ করে বলেন, আমদের গ্রামের মসজিদ কমিটি সংক্রান্ত একটি বিষয় নিয়ে আব্দুল মেম্বার ও আজান মিয়া আমাদের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন ভাবে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে ।

আমি গালি দিতে নিষেধ করলে আব্দুল মেম্বার ও আজান মিয়া আমাকে মারধর করতে আসে এক পর্যায় বিষয়টি আমার ওর্য়াড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছে বললে তারা আব্দুল মেম্বারের কাছে এসে ঘটনাটি

জানতে চাই এ সময় আব্দুল মেম্বার তার দলবল নিয়ে আমাদের মারধর করার হুমকি প্রদান করে এ বিষয়ে আমি জীবননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ।

সীমান্ত ইউপি সদস্য আব্দুলের সাথে কথা বলার জন্য চেষ্ঠা করা হলে ফোনটি বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মেদিনীপুর গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়টি শোনা মাত্র আমি সেখানে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়েছি ।বর্তমানে এটি থমথামা অবস্থায় আছে ।

তবে এ বিষয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে বিষয়টি তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

গাংনীর মাথাভাঙ্গা নদীতে স্কুল ছাত্র নিখোঁজ

মেহেরপুরের গাংনীর পীরতলা সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে স্কুল ছাত্র তামিম(১২)। রোববার দুপুরে সে খেলার সাথীদের নিয়ে গোসল করতে গেলে নিখোঁজ হয়। তামিমকে উদ্ধারে খুলনার ডুবুরীদলকে তলব করা হয়েছে।

তামিম গাংনীর কাজীপুর গ্রামের কাবের আলীর ছেলে ও স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, তামিম তার নানা বাড়ি পীরতলা গ্রামে বেড়াতে আসে। রোববার দুপুরে সাথীদের সাথে নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়।

পরিবারের লোকজন জানতে পেরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। পরে খুলনার ডুবুরী দলকে তলব করা হয়েছে।

মুজিবনগরে সরস্বতী খালে মাছ অবমুক্তকরণ ও বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে সরস্বতী খালে মাছ অবমুক্তকরণ ও খালের পাশ দিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মাছ অবমুুক্তকরণ ও বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাহিদ ইসলাম,

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আলমগীর হুসাইন, জহিরুল লিমিটেড ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জহিরুল ইসলাম,পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস প্রমুখ।

এ সময় সরস্বতী খালে ২ মণ মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও খালের চারপাশ দিয়ে বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন করা হয়।

চম্পা রানী চালিয়ে যাচ্ছে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

ভালাইপুর মোড় দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা শান্তি আরও বলেন আমরা অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি ভালাইপুর মোড় থেকে মদ বিক্রি বন্ধ করতে পারিনি। তাই এই বিষয়টি জেলা পুলিশ সুপার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সরকারি খাল ইজারা দিলেন মাতবররা !

মুজিবনগরের সোনাপুর, নাজিরাকোনা, বল্লবপুর, ভবেরপাড়া, কেদারগঞ্জ ও মানিকনগর হয়ে ভৈরবে প্রবেশ করেছে সরস্বতী খাল। এর মধ্যে সোনাপুর গ্রামের ভিতর দিয়ে ভারত পর্যন্ত প্রায় দুই কিলো মিটার।

উচ্চ আদালতে মামলা চলমান থাকায় ওই অংশটুকু খনন করতে বাকি রয়েছে। আর সেই সুযোগে সরকারি ওই খাল গ্রামের কিছু মাতবর শাহিন আলম নামের এক ব্যক্তির কাছে অবৈধভাবে অলিখিত লিজ দিয়েছেন এক বছরের জন্য।

জেলা ও উপজেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে সরকারি খাল লিজ দেওয়ার কোন বৈধতা নেই। প্রশাসনের চোখকে ফাঁকি দিয়েই এ লিজ দেওয়া হয়েছে।

সোনাপুর মাঝপাড়া নামক এক জায়গায় ঐ গ্রামের হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যাক্তির সাথে সরস্বতী খালের জমি নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা বিচারাধীন। এ কারনে খালের কিছু অংশ খনন করা স্থগিত করেছে উপজেলা প্রশাসন। মামলা চলা জমি খনন না করার ফলে খালের মাঝ বরাবর একটি বাধের সৃষ্টি হয়েছে। এতে পানি চলাচল করতে পারেনা। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সোনাপুর গ্রামের কিছু মাতবরের যোগসাজসে ঐ দুই কিলোমিটার খাল ৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকায় অবৈধভাবে ইজারা দিয়েছে বলে জানা গেছে। সোনাপুর গ্রামের রমজান আলীর ছেলে শাহিন আলম স্থানীয় নেতাদের কাছে ৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকা দিয়ে খালটি দখলে রেখেছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সরস্বতী খাল। পার্শ¦বর্তি দেশ ভারত

থেকে বাংলাদেশের মুজিবনগর উপজেলায় প্রবেশ করেছে। উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম বেয়ে ভৈরবে পতিত হয়েছে। কালের বিবর্তনে নাব্যতা হারানো খালটি ২০১৯ সালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পুন:খনন এর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১৯ সালের ৪ এপ্রিল জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পুন:খননের উদ্বোধন করেন। খালটি ৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যায়ে প্রায় ১০ কিলোমিটার খনন করা হয়। এতে খালটি পুর্ণ যৌবন ফিরে পায়। বেড়ে যায় তার বয়ে চলার গতি।

শাহিন বিষয়টি স্বীকার করে জানান, আমি কিনেছি। টাকাটা গ্রামের মসজিদ উন্নয়নের কাজে ব্যাবহার হচ্ছে। সরকারি খাল কিভাবে কিনলেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, গ্রামের মাতবরেরা আমাকে কেনার সাহস দিয়েছে। এছাড়াও মসজিদ কমিটির সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সরস্বতী খাল বিক্রির বিষয়ে সরেজমিনে গেলে সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের আনারুল জানান, ইতিমধ্যে ৩ ব্যারেল মাছ ছাড়া হয়েছে। এটা সরকারিভাবে না ব্যাক্তিগত ভাবে মাছ অবমুক্ত করা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন ব্যাক্তিগত ভাবে ছাড়া হয়েছে। এসময় আব্বাস আলী নামের এক কথিত নেতা সাংবাদিকদের উপর চড়াও হয়। সেই সাথে খাল বিক্রির সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য সাংবাদিকদের হুমকি দেন।

সোনাপুর মাঝ পাড়া মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার ওমর আলী জানান, আমরা গ্রামের কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে খালটি বিক্রি করেছি। এই টাকা মসজিদ উন্নয়নের জন্য ব্যাবহার হচ্ছে।
সোনাপুর মাঝপাড়ার মসজিদ কমিটির উপদেষ্টা নিয়াজ উদ্দিন জানান, সম্প্রতি মসজিদটি নির্মান বাবদ বেশ কিছু টাকা খরচ হয়েছে। প্রতিবছরই ঐ খাল থেকে গ্রামবাসী কিছু অর্থ উপার্জন করে। এ বছরও কিছু টাকার বিনিময়ে খাল একজনের দায়িত্বে দেওয়া হয়। যে টাকা গুলো মসজিদ ডেকোরেশন ও ইমাম সাহেবের বেতন বাবদ খরচ করা হচ্ছে।

তবে অবৈধভাবে উপার্জন করা অর্থ দিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা নিয়ে অনেকেই বিষয়টি বাকা চোখে দেখছে। সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকেও বিষয়টি বেশ অসম্মানের বলছেন অনেকেই।
স্থানীয় ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন জানান, এ বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে গেলে তিনি আমাকে খোঁজ নিতে বলেন। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি বিষয়টি সত্য। এজন্য গ্রামের কিছু লোকজন বৈধ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমানি গনির কাছে যায়। কিন্তু স্যার এ বিষয়ে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। কিভাবে সরকারি খাল বিক্রি করলেন এমন প্রশ্ন করেন। তারপরি গ্রামের লোকজন ফিরে আসে। এখন সে অবস্থাতেই আছে।

মুজিবনগরে নবনিযুক্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বলেন, খালের বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে সরকারি খাল কোনভাবেই গ্রামের লোকজন কাউকে ইজারা দিতে পারবে না। যদি কেউ টাকার বিনিময়ে সরকারি সম্মত্তি অবৈধভাবে ইজারা নেয় তবে এর সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এ বিষয়ে বলেন, সরস্বতি খালের বিষয়ে কিছু জমি নিয়ে হাই কোর্টে মামলা চলছে। আমরা বিষয়টি নিস্পত্তি করার জন্য চেষ্টা করছি। এছাড়াও ইজারার বিষয়টি আমরা দেখবো। ছোট খাটো যে সমস্যা গুলো আছে সেগুলো দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করবো।

মেপ্র/এমএফআর

বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান-কে কোথায় এগিয়ে, কোথায় পিছিয়ে?

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভাগ হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। সেই দেশভাগেরও ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সেই দেশভাগের ৭ দশক পর এই তিনটি দেশ কেমন আছে? রাষ্ট্রীয়, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কতটা সমৃদ্ধি অর্জন করেছে এই তিন দেশ?

সেই পরিসংখ্যান নিয়েই এবারের আয়োজন। এই পরিসংখ্যানে প্রমাণ হয়, পাকিস্তানের চেয়ে প্রায় সবক্ষেত্রেই এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। অনেক ক্ষেত্রে ভারতের থেকেও এগিয়ে। যদিও বাকি দুই দেশের চেয়ে অনেক পরে স্বাধীনতা পেয়েছে বাংলাদেশ।

মাথাপিছু জিডিপি: তিন দেশের মধ্যে মাথাপিছু জিডিপিতে শীর্ষে ভারত। তাদের জিপিপি ২১৬৯ ইউএস ডলার। এরপরই আছে বাংলাদেশ (১২৮৭.৮) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (১১৮৫.৫)।

জিডিপি: এখানেও শীর্ষে আছে ভারত। তাদের জিডিপি ২.৯। এরপর আছে

বাংলাদেশ (২০৯.৯৭) এবং পাকিস্তান (২৫৬.৭৩)।

গ্রস সেভিংস জিডিপি: এক্ষেত্রে শীর্ষ দেশটির নাম বাংলাদেশ (৩৩.৩%)। এরপর আছে ভারত (৩১.১%) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (১৯.৩%)।

ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ : সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ এবং সুবিধার দিকে দিয়ে এই তিন দেশের মধ্যে শীর্ষে আছে ভারত। ১০০ মার্কের মাঝে তারা পেয়েছে ৭১.১। এরপর আছে পাকিস্তান (৬১.০) এবং এক্ষেত্রে সবার পেছনে পড়ে গেছে বাংলাদেশ (৪৫.১)।

দারিদ্রসীমার নিচে থাকা নাগরিক: এক্ষেত্রে তিন দেশের পরিস্থিতিতে খুব একটা বড় পার্থক্য নেই। তিন দেশেই অসংখ্য মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন। যার মাঝে ভারতের ২১.৯%, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের সমান ২৪.৩% মানুষ আছেন।

শিশুমৃত্যুর হার: এক্ষেত্রে বাকি দুই দেশের চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক ভালো। ভারতে যেখানে প্রতি ১০০০ জনে ২৯.৯ এবং পাকিস্তানে ৫৭.২ জন শিশু মারা যায়, সেখানে বাংলাদেশ এই শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে এনেছে ২২.১ জনে।

শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ : ৫-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শীর্ষে। রেটিং ৪.১। ভারতের ৫.৭ এবং খুব খারাপ অবস্থায় থাকা পাকিস্তানের রেটিং ৯.৭।

প্রাথমিক শিক্ষা: শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে রীতিমতো ছক্কা মেরে দিয়েছে বাংলাদেশ (১১৬.৫%)। এরপর আছে ভারত (১১২.৯%) এবং পাকিস্তান (৯৪.৩%)।

শিক্ষার হার: এক্ষেত্রে শীর্ষে আছে ভারত। সেখানে শিক্ষার হার ৭৪.৪%। সামান্য পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের শিক্ষার ৭৩.৯%। সবার শেষে থাকা পাকিস্তানের শিক্ষার হার ৫৯.১৩%।

জন্মহার : এই তিনটি দেশই জনবহুল এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। জন্মহার নিয়ন্ত্রণে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে বাংলাদেশ (২.০)। দ্বিতীয় স্থানে আছে ভারত (২.২) এবং তৃতীয় স্থানে পাকিস্তান (৩.৫)।

গড় আয়ু: এক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শিরোপা অর্জন করেছে। এদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৩ বছর। ভারতে ৬৯.৪ এবং পাকিস্তানে ৬৭.১ বছর।

বায়ু দূষণ: বায়ু দূষণের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ভারতে (৯০.৯)। শীতের মৌসুমে দেশটির রাজধানীসহ বেশ কয়েকটি শহর ধোঁয়াশায় ঢেকে যায়। দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ (৬০.৯)। এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থা বাকি দুই দেশের চেয়ে ভালো (৫৮.৩)।

বিদ্যুৎতায়ন: বেশি সংখ্যক মানুষকে বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে আসায় সবচেয়ে এগিয়ে ভারত (৯৫.২%)। দ্বিতীয় স্থানে আছে বাংলাদেশ (৮৫.২) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (৭১.১)।

সামরিক ব্যয় : শীর্ষে আছে বাংলাদেশ (১.৪%)। দ্বিতীয় স্থানে ভারত (২.৪%) এবং পাকিস্তান ৪.০%। সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া